WELCOME TO PRESENTATION

MD. FORHAD SARKER
INSTUCTOR(BANGLA)

INSTITUTION: SAPAHAR GOVERNMENT TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE, SAPAHAR, NAOGAON.

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

- **সৃজনশীল প্রশ্ন-১.**
- **উদ্দীপক ১:** ঝড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
- অভিযাত্রিক, নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
- হয়তো বা ভুল, তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
- পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান
- অন্য পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে
- বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।
- **উদ্দীপক-২:** ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
- ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
- ওরা এদেশের নয়
- দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

- ক. ‘একুশের গান’ কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে লেখা হয়েছে?
- খ. ‘সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা’– চরণটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. প্রথম উদ্দীপকের অভিযাত্রিক-এর সাথে দ্বিতীয় উদ্দীপকের ‘ওদের’ আচরণের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।
- ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষা-শহিদ-বিশ্লেষণ কর।

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

প্রশ্ন: ক. ‘একুশের গান’ কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে লেখা হয়েছে?

উত্তর: ক. ‘একুশের গান’ কবিতাটি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ভাষা শহিদদের স্মরণে লেখা হয়েছে।

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

প্রশ্ন: খ. 'সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা'– চরণটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: খ. 'সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা'–চরণটিতে তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের পশু বলা হয়েছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সবসময় শোষণমূলক আচরণ করতে থাকে। একসময় তারা বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চাইলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাংলার ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা এদিন তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকের জারি করা ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজপথে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে রফিক, শফিক, সালাম, বরকতসহ অনেকে নিহত ও আহত হয়। তাদের এই বর্বরোচিত আচরণের কারণে কবি তৎকালীন এই পাকিস্তানি শোষকদের পশু বলছেন। তারা কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সবার কল্যাণার্থে, জীবনের বন্ধুর পথ তারা অকুতোভয়ে হেঁটে চলে।

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

গ. প্রথম উদ্দীপকের অভিযাত্রিক-এর সাথে দ্বিতীয় উদ্দীপকের ‘ওদের’ আচরণের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

উত্তরঃ গ. প্রথম উদ্দীপকের অভিযাত্রিকদের চেতনা, নীতিবোধ ও কর্মকাণ্ডরে সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দীপকের ‘ওদের’ অর্থাৎ পাকিস্তানিদের চেতনা, নীতিবোধ ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

অভিযাত্রীকরা কঠিন পথেও হাসি মুখে এগিয়ে যেতে পারে। তাদের মনে সেই পথে চলার মত সাহস আছে। যা দ্বিতীয় উদ্দীপকের ‘ওদের’ সাথে বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করছে কারণ ‘ওরা’ নীতি বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধে জয় লাভ করতে প্রত্যাশী। প্রথম উদ্দীপকের কবিতার চরণগুলোর ভাবার্থ বিশ্লেষণে আমরা পাই, উল্লিখিত অভিযাত্রিকরা (নির্ভীক তরুণ) চলার পথে কোনো বাধাবিঘ্নকেই তোয়াক্কা করে না। তারা মুক্তিকামী, সত্যসন্ধানী।

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

- পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদ্দীপকের চরণগুলোর ভাবার্থ বিশ্লেষণে আমরা পাই, উল্লিখিত ভীরু কাপুরুষ তথা তদানীন্তন পাকিস্তানি শোষকরা ক্ষমতার লোভে যেকোনো অন্যায় কাজ করতে তোয়াক্কা করে না। তারা নীতিবোধ বিবর্জিত ভীরু-কাপুরুষ। মানুষের প্রাণের দাবিকে তারা বুলেটের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিতে চায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর তদানীন্তন পাকিস্তানি এই শোষকদের গুলিবর্ষণ যার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। সুতরাং সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম উদ্দীপকের অভিযাত্রিকদের সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দীপকের তদানীন্তন পাকিস্তানি শোষকদের চেতনা, নীতিবোধ ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষা-শহিদ- বিশ্লেষণ কর।

- উত্তর: ঘ. নির্ভীকতা ও মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণের দিক বিবেচনায় বলা যায়, প্রথম উদ্দীপকের অভিযাত্রিকরা ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষা শহিদদেরই প্রতিরূপ।
- যারা বিপদকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় তারাই তরুণ অকুতোভয় প্রাণ, যা আমরা ‘একুশের গান’ কবিতা এবং প্রথম উদ্দীপকে দেখতে পাই।
- ‘একুশের গান’ কবিতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে মিছিলে নিহত ভাষা শহিদদের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের জারি করা ১৪৪ ধারার প্রতিবন্ধকতা ভেঙে বাংলার আপামর ছাত্র-জনতা মিছিল বের করে।

একুশের গান- আব্দুল গাফফার চৌধুরী

বাঙালির প্রাণের দাবিকে স্তব্ধ করতে পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে অনেকে নিহত ও আহত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মত্যাগ ও আন্দোলনের কাছে মাথা নত করে শোষকের দল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্রথম উদ্দীপকেও আমরা এমন এক দল অভিযাত্রিকের সন্ধান পাই যারা ভাষা শহিদদের মতোই অকুতোভয়। তারা ভাষা শহিদদের মতোই সত্যের সন্ধানে চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার কাছেই হার মানে না। তারা নির্ভয়ে সমস্ত বাধাবিঘ্ন পদদলিত করে হেঁটে চলে। সে বিবেচনায় ভাষা শহিদ ও অভিযাত্রিকদের আদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষা শহিদ।